নিউজলেটার Newsletter

বাংলাদেশ আরবান ফোরাম
Bangladesh Urban Forum

সবার জন্য কার্যকর নগর ও শহর
Making Cities & Towns Work for All

বাংলাদেশ আরবান ফোরাম সচিবালয় থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক ■ সংখ্যা ২ ■ বর্ষ ৪, এপ্রিল ২০১৫ ■ বৈশাখ ১৪২২

ফোরাম সচিবালয় থেকে

সবাইকে বাংলাদেশ আরবান ফোরামের পক্ষ থেকে বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা।

আপনারা সবাই জেনে খুশি হবেন যে, গত ২৮ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ আরবান ফোরামের বাংলাদেশ আরবান ফোরাম (বিইউএফ) আন্ত:মন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং বিস্তারিত আলোচনা শেষে বাংলাদেশ আরবান ফোরাম বিজনেস প্ল্যান অনুমোদন করা হয়। স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনা অনুসারে বাংলাদেশ আরবান ফোরাম সচিবালয়কে পরামর্শ প্রদান করার লক্ষ্যে অতিরিক্ত সচিব/আরবান উইং প্রধান (স্থানীয় সরকার বিভাগ) এর নেতৃত্বে ৭ সদস্য'র 'ম্যানেজমেন্ট কমিটি' গঠনের প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়।

আপনারা বিভিন্ন মাধ্যমে অবগত যে, বাংলাদেশ আরবান ফোরাম এর ২য় সম্মেলন অনুষ্ঠান আয়োজনের সামগ্রিক প্রস্তুতি সম্পন্ন হলেও অনিবার্য কারণবশত: তা সম্ভব হয় নি। স্টিয়ারিং কমিটির সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র সুবিধাজনক সময়ে দ্বিতীয় বাংলাদেশ আরবান ফোরাম এর দুই দিন ব্যাপী সম্মেলন আয়োজন এবং এ বিষয়ে সার্বিক পরামর্শ এবং দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য অনতিবিলম্বে আয়োজক কমিটি গঠন করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছে। পরিবর্তিত তারিখ এবং বিস্তারিত জানার জন্য ফোরামের ওয়েবসাইট, ফেসবুক পেজ এবং সরাসরি সচিবালয়ে সবাইকে যোগাযোগ করার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি।

আমরা আশাবাদী বিজনেস প্ল্যান অনুমোদনের মাধ্যমে ফোরাম এর ৮ টি থিমেটিক ক্লাস্টার আরো সক্রিয় কার্যক্রম গ্রহনের মাধ্যমে বাংলাদেশ আরবান ফোরাম তার লক্ষ্যে পৌঁছুবে। এ লক্ষ্যে সবার সহযোগিতা কামনা করছে বাংলাদেশ আরবান ফোরাম।

জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির ২য় সভায় বাংলাদেশ আরবান ফোরাম বিজনেস প্লান অনুমোদন

বিগত ২৮ জানুয়ারি, ২০১৫, বেলা ১২.০০ টায় স্থানীয় সরকার বিভাগ সম্মেলন কক্ষ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা বাংলাদেশ আরবান ফোরাম (বিইউএফ) আন্ত:মন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটি'র ২য় সভা সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, চেয়ারপারসন, বিইউএফ আন্ত:মন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটি ও মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় মহোদয় এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, কো-চেয়ারপারসন, বাংলাদেশ আরবান ফোরাম ও মাননীয় মন্ত্রী, গৃহায়ণ ও গনপূর্ত মন্ত্রণালয় উপস্থিত ছিলেন । সভায় স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব মনজুর হোসেন, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত সচিব জনাব মোহাম্মদ মইন উদ্দীন আবদুল্লাহসহ স্টিয়ারিং কমিটির সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

আন্ত:মন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটির ১ম সভার সিদ্ধান্তানুযায়ী বাংলাদেশ আরবান ফোরামের অগ্রগতি ও কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করা হয় এবং বাংলাদেশ আরবান ফোরাম বিজনেস প্ল্যান অনুমোদন করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনা অনুসারে বাংলাদেশ আরবান ফোরাম সচিবালয়কে পরামর্শ প্রদান করার লক্ষ্যে ৭ সদস্য'র একটি 'ম্যানেজমেন্ট কমিটি' গঠনের প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়।

আন্ত:মন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটির সদস্যগণের উপস্থিতি এবং বাংলাদেশের সুষম নগরায়ণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সকলের আন্তরিক ভূমিকা এবং প্রচেষ্টার গুরত্ব অনুধাবন করে সবার আন্তরিক অংশগ্রহণের জন্য সভার সভাপতি সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, চেয়ারপারসন, বিইউএফ আন্ত:মন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটি ও মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় মহোদয় সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

বাংলাদেশ পৌরসভা সমিতির আয়োজনে ২য় আর্ন্তজাতিক স্থানীয় সরকার সম্মেলন অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ পৌরসভা সমিতি (ম্যাব)'র আয়োজনে ২৭-২৮ মার্চ ২০১৫, প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলের বলরুমে অনুষ্ঠিত হল ২য় আন্তর্জাতিক স্থানীয় সরকার সম্মেলন ২০১৫। উক্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ-এর মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মো. আবদুল হামিদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আ.ক.ম মোজাম্মেল হক, এমপি, স্থানীয় সরকার বিভাগের সম্মানিত সচিব জনাব আবদুল মালেক, স্থানীয় সরকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংগঠন কমনওয়েলথ লোকাল গভর্ণমেন্ট ফোরাম-সিএলজিএফ, এর মহাসচিব মিঃ কার্ল রাইট, ইউসিএলজি এশিয়া প্যাসিফিক এর মহাসচিব ড. বার্ণাডিয়া, ইকলিওয়ার্ল্ড এর যুগ্ম মহাসচিব জনাব ইমানী কুমার, এশিয়ান মেয়রস্ ফোরামের সম্মানিত মহাসচিব মোহাম্মদ খোদাদাদীসহ আরো বিদেশী অতিথিবৃন্দ।

উদ্বোধনী ভাষণে বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের গুরুত্ব, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সম্পর্কে বক্তব্য তুলে ধরেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মো. আবদুল হামিদ। স্থানীয় সরকারের উন্নয়ন, প্রতিষ্ঠানসমূহের বিকেন্দ্রীকরণ ও গণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়ায় মিউনসিপ্যাল এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের ভূমিকার প্রশংসা করেন তিনি। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের আরো শক্তিশালী করতে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপও তুলে ধরেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি। একই সঙ্গে ২দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত ২য় আন্তর্জাতিক স্থানীয় সরকার সম্মেলন-২০১৫ এর উদ্বোধন ঘোষণা করেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি।

বাংলাদেশ আরবান ফোরাম ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠন

বাংলাদেশ আরবান ফোরাম সচিবালয়কে পরামর্শ প্রদান করার লক্ষ্যে জনাব অশোক মাধব রায়, অতিরিক্ত সচিব, আরবান উইং প্রধান (স্থানীয় সরকার বিভাগ) এর সভাপতিত্বে ৭ সদস্য'র ম্যানেজমেন্ট কমিটি গত ২৮শে জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত বিইউএফ আন্তঃমন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটির ২য় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গঠন করা হয়। কমিটির অন্য সদস্যগণ হলেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, প্রফেসর নুরুল ইসলাম নাজেম (নগর গবেষনা কেন্দ্র, ঢাকা) জনাব আশেকুর রহমান (ইউএনডিপি), জনাব শামিম আল-রাজি (ম্যাব), প্রকৌশলী মোঃ নুরুল্লাহ (এলজিইডি), স্থপতি ইকবাল হাবিব (বাপা) এবং জনাব মোস্তফা কাইউম খান (বিইউএফ সচিবালয়)।

সূচীপত্র ১ ফোরাম সচিবালয় থেকে/ বাংলাদেশ পৌরসভা সমিতির আয়োজনে ২য় আর্ন্তজাতিক স্থানীয় সরকার সম্মেলন অনুষ্ঠিত/ জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির ২য় সভায় বাংলাদেশ আরবান ফোরাম বিজনেস প্ল্যান অনুমোদন ২ ৬৪ জেলা রেল যোগাযোগের আওতায় আসছে/শিল্প ও উদ্ভবন পার্ক হবে গজারিয়ায়/এটুআই পুরস্কার পেলেন ২৯ অগ্রণামী নারী/মন্ত্রিসভার বৈঠকে যুবকল্যাণ তহবিল আইন ২০১৫ অনুমোদন/কার্বন নির্গমন বৃদ্ধির হার গত বছর থমকে ছিল/পৌরসভা কর্তৃপক্ষ, বাসা ও ওয়াটার এইড এর সহযোগিতায় সখীপুরে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় কো-কম্পোষ্টিং প্লান্ট স্থাপন ৩ দুর্যোগ মোকাবিলায় বাংলাদেশ বিশ্ববাসীর কাছে বড় উদাহরণ/ঢাকার বস্তিবাসীদের অধিকার সুরক্ষায় সখি প্রকল্প/শহরের দুর্যোগ সহনশীলতা বৃদ্ধিতে কেয়ারের বিআরইউপি প্রকল্প ৪ শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠী দারিদ্র্য জয়ে ব্যর্থ হচ্ছে: প্রয়োজন জীবনমান বিশ্লেষণ এবং সমন্বিত নীতিমালা/নাগরিক সমস্যা ও নগর পরিকল্পনা - প্রেক্ষিত খুলনা মহানগরী ৫ সুরমা নদীর সিলেট নগরের চাঁদনীঘাট এলাকা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযানের মধ্যদিয়ে আন্তর্জাতিক নদীকৃত্য দিবস উদ্যাপন/পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলনের (পবা) সংবাদ সম্মেলনে/রাস্তা পারাপারে জেব্রা ক্রসিং ও সাইনের দাবি/ঢাকায় ব্যবসা ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ এবং এক বদলে যাওয়া নারী ৬ UPPR cÖকল্পের নতুন সংযোজন CHDF/বেতনটিলায় "হাউজ ডেভিকেশন সিরিমনি ২০১৫" আয়োজন/নগর নেতৃত্বের জন্য নগর পরিকল্পনা/শীর্ষক আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত ৭ সিডিসি'র সহায়তায় দরিদ্র থেকে মুক্তি/শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী/ঢাকা শহরে পয়ঃবর্জ্য নিরসন সেবায় ওয়াসার নতুন উদ্যোগ/নিরাপদ পানির অভাবে বছরে ৮০ কোটি মার্কিন ডলার ক্ষতি ৮ ছবির সংবাদ/ফেসবুক কর্নার

নিউজলেটারটি অনলাইনে পড়তে এই কোডটি স্ক্যান করুন

৬৪ জেলা রেল যোগাযোগের আওতায় আসছে

রেলপথমন্ত্রী মুজিবুল হক বলেছেন, দেশের সব জেলা রেলওয়ে যোগাযোগের আওতায় আনার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে শিগগিরই আটটি জেলা এর আওতায় আসছে। পর্যায়ক্রমে বাকি জেলাগুলোকে এর আওতায় আনা হবে। জাতীয় সংসদে মন্ত্রীদের জন্য নির্ধারিত প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নিয়ে রেলপথ মন্ত্রী এ তথ্য জানান। সুকুমার রঞ্জন ঘোষের এ-সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাবে মুজিবুল হক বলেন, বর্তমানে দেশের ৬৪ জেলার মধ্যে ৪৪টি রেলপথ-সুবিধার মধ্যে রয়েছে। শিগগিরই বাগেরহাট, কক্সবাজার, সাতক্ষীরা, মেহেরপুর, মুন্সিগঞ্জ, মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও নড়াইলকে রেলওয়ে যোগাযোগের আওতায় আনা হবে।

শিল্প ও উদ্ভাবন পার্ক হবে গজারিয়ায়

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) থেকে প্রশিক্ষণ নেওয়া ব্যক্তিদের সৃজনশীল উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে একটি শিল্প ও উদ্ভাবন পার্ক স্থাপন করবে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি। মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় ১৫ একর জমির ওপর পার্কটি করা হবে। এখান থেকে যুবক-যুবতীদের শিল্প প্রযুক্তি, প্রশিক্ষণ, কারিগরি ও ঋণ-সহায়তা, পণ্যের গুণগত মানোন্নয়ন, বিপণন-সহায়তাসহ উদ্যোক্তা তৈরির লক্ষ্যে নানা সেবা দেওয়া হবে। এ লক্ষ্যে ঢাকার একটি হোটেলে বিসিক এবং ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটির মধ্যে একটি সমঝোতা চুক্তি হয়েছে। বিসিকের চেয়ারম্যান আহমদ হোসেন খান এবং ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটির উপাচার্য এম লুৎফর রহমান চুক্তিতে সই করেন। অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু প্রধান অতিথি ছিলেন। অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী বলেন, একটি শিল্প ও উদ্ভাবন পার্ক স্থাপিত হলে এর মাধ্যমে প্রতি বছর দেশের শ্রম বাজারে নতুন করে যে ২০ লাখ মানুষ যুক্ত হচ্ছে, তাদের একটা বড় অংশের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে।

এটুআই পুরস্কার পেলেন ২৯ অগ্রগামী নারী

সরকার সবক্ষেত্রে সমতা প্রতিষ্ঠা করতে চায়। নারী বা পুরুষ কেউ কাউকে ডিঙিয়ে যাক, সেটি সরকারের উদ্দেশ্য নয়। সরকারের উদ্দেশ্য, নারীরা যেন যোগ্যতা অনুযায়ী স্বীকৃতি পায় তা নিশ্চিত করা। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রথম নারী সচিব সুরাইয়া বেগম এ মন্তব্য করেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ২৯ জন অগ্রগামী নারীকে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি ছিলেন প্রধান অতিথি। এর উদ্যোক্তা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং জাতি সংঘউন্নয়ন কর্মসূচি ও ইউএসএআইডির কারিগরি সহায়তায় পরিচালিত একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম। এটুআই কর্মসূচি একটি জেন্ডার নীতিমালার মোড়ক উন্মোচন করে। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির এ দেশীয় পরিচালক পলিন ট্যামেসিস বলেছেন, শিক্ষায় বিনিয়োগ একটি জাতিকে কতদূর এগিয়ে নিতে পারে, তার উদাহরণ বাংলাদেশ।

অনুষ্ঠানে **মাঠ প্রশাসনে অবদান** রাখায় পুরস্কৃত হয়েছেন তানিয়া আফরোজ (বরিশাল), রুমানা রহমান (চট্টগ্রাম), উম্মে রুমানা (রংপুর), মৌরীন করিম (সিলেট), আইরিন ফারজানা (ঢাকা), শেহেলী লায়লা (রাজশাহী) ও রেবেকা খান (খুলনা)। বিভাগীয় পর্যায়ে পুরস্কৃত **নারী উদ্যোক্তারা** হলেন নাদিরা (বরিশাল), রহিমা আক্তার (চট্টগ্রাম), শিল্পী আক্তার (রংপুর), কল্পনা কানু (সিলেট), রুমি খাতুন (ঢাকা) ও রেবেকা খাতুন (খুলনা)। শিক্ষক বাতায়নের মাধ্যমে নির্বাচিত বিভাগীয় পর্যায়ে সেরানারী শিক্ষকেরা হলেন ইসমত আরা (ঢাকা), শর্বানীদত্ত (সিলেট), মাছুমা আক্তার (চট্টগ্রাম), পূরবী সরকার (বরিশাল), মাহফুজ আরা সুলতানা (রংপুর) ও সাবরিনা জেরিন (রাজশাহী)। মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে নির্বাচিত তিন 'জয়িতা' খুলনা বিভাগের।এঁরা হলেন ফেরদৌসী আলী, শ্যামলী রায় ও লিপি বেগম। ছয়জন সাহসী নারী হলেন রেলচালক সালমা খাতুন, পর্বতারোহী ওয়াসফিয়া নাজরীন, বেসিস অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত ফ্রিল্যান্সার তানজীন আক্তার, ক্রিকেটার শাকিলা জাকির, প্রথম প্যারাট্রুপার জান্নাতুল ফেরদৌস এবং মাছরাঙা টেলিভিশনের সাংবাদিক নুরুন্নাহার উইলি।

কার্বন নির্গমন বৃদ্ধির হার গত বছর থমকে ছিল

বৈশ্বিক কার্বন নির্গমন বৃদ্ধির হার গত বছর থেমে ছিল। ফ্রান্স ভিত্তিক আন্তর্জাতিক জ্বালানি সংস্থা (আইইএ) এ তথ্য জানিয়েছে। সংস্থাটির প্রতিবেদনে বলা হয়, বড় ধরনের কোনো অর্থনৈতিক সংকট ছাড়াই কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গমন বৃদ্ধির হার গত ৪০ বছরের মধ্যে ২০১৪ সালে প্রথমবার স্থিতিশীল ছিল। আইইএ ৪০ বছর ধরে বিশ্বব্যাপী কার্বন নির্গমনের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করছে। আইই এর তথ্য অনুযায়ী, ২০১৪ সালে বৈশ্বিক কার্বন নির্গমন ছিল ৩২ গিগাটন, যা এর আগের বছরের সমান। তবে ব্যাপারটা 'উৎসাহব্যঞ্জক' হলেও তা নিয়ে 'খুশি হওয়ার সময় হয়নি' বলে সতর্ক করা হয়েছে। আইই এর প্রধান অর্থনীতিবিদ ফাতিহ বিরল বলেন, ব্যাপারটা একই সঙ্গে স্বাগত জানানোর মতো এবং গুরুত্বপূর্ণ। এটি প্যারিসে আগামী ডিসেম্বরে বিশ্ব জলবায়ু চুক্তির লক্ষ্যে সমঝোতা আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। কারণ, এই প্রথমবার স্পষ্ট হয়েছে যে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাসের বিষয়টি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য বাধা নয়। নির্গমনের হার বৃদ্ধির গতিধীর হওয়ার কারণ হিসেবে বিভিন্ন দেশে জ্বালানি বা তেল পোড়ানোর ধরন পরিবর্তনের ব্যাপারটিকে চিহ্নিত করেছেন বিশ্লেষকেরা। যেমন চীনসহ অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সংস্থার (ওইসিডি) সদস্যদেশগুলো জ্বালানি ব্যবহারে পরিবর্তন এনেছে।

পৌরসভা কর্তৃপক্ষ, বাসা ও ওয়াটার এইড এর সহযোগিতায় সখীপুরে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় কো-কম্পোস্টিং প্ল্যান্ট স্থাপন

সখীপুর টাঙ্গাইল জেলার অন্তর্গত একটি "খ" তালিকাভূক্ত পৌরসভা এবং বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান অন্যান্য ছোট শহরের মত সখীপুর পৌরসভাতেও স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে শহরের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করা একটি প্রধান চ্যালেঞ্জ। সখীপুর পৌরসভায় আনুমানিক ২৯১ টি সেপ্টিক ট্যাংক এবং ৪,৪১৯টি পিট ল্যাট্রিন রয়েছে। সেপ্টিক ট্যাংক ও পিট ল্যাট্রিনের বহুল ব্যবহারের কারণে একদিকে স্যানিটেশন খাতে অগ্রগতি হয়েছে, কিন্তু অন্যদিকে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে মানব বর্জ্য সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যবস্থা না থাকার ফলে জনস্বাস্থ্য ঝুঁকি ও পরিবেশ দূষণের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া পৌরসভা এলাকায় মোট ৬,০৩৫ টি বসতবাড়ি এবং ০৬ টি হাট-বাজার রয়েছে। এসব বসতবাড়ি ও হাট-বাজার থেকে বছরে আনুমানিক ৭,০০০ মেট্রিক টন আবর্জনা উৎপন্ন হয়, যার ২০% পৌরসভার ট্রাক দ্বারা নির্দিষ্ট স্থানে ফেলা হয়। অবশিষ্ট প্রায় ৫,০০০ টন আবর্জনা যত্রতত্র ফেলা হয়। এখানে পরিবেশ সম্মত উপায়ে আবর্জনা সংগ্রহ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই। সখীপুর পৌরসভা এলাকায় মোট ১৪৬ টি পোল্ট্রি খামার রয়েছে। এসব খামার থেকে দৈনিক ২২ মেট্রিকটন পোল্ট্রি বর্জ্য উৎপন্ন হয়, যার পরিবেশ সম্মত কোনবর্জ্য ব্যবস্থাপনা নেই, যার ফলে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। ফলে এই শহরের পরিবেশের জন্য পোল্ট্রি বর্জ্য একটি প্রধান সমস্যা।

২০১১ সাল থেকে ওয়াটার এইড বাংলাদেশের সহযোগিতায় বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর সোস্যাল এ্যাডভান্সমেন্ট (বাসা) সখীপুর পৌরসভায় ওয়াটার, স্যানিটেশন ও হাইজিন প্রমোশন শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। দাতা সংস্থা থেমস ওয়াটার এর অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই প্রকল্পের সহায়তায় পৌরসভা কর্তৃপক্ষ পৌর এলাকার দরিদ্র-হৃতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং পরিবেশগত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নয়নের কাজ করছে। যার ধারাবাহিকতায় সখীপুর পৌর এলাকায় মানব বর্জ্য, গৃহস্থালী ও হাট-বাজারের আবর্জনা ও পোল্ট্রি বর্জ্যের স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থাপনা করার লক্ষ্যে একটি কো-কম্পোষ্টিং প্ল্যান্ট স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয়। এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করবার জন্য সখীপুর পৌরসভা, বাসা এবং ওয়াটার এইড বাংলাদেশ একটি ত্রি-পক্ষীয় চুক্তি সম্পাদন করে। সখীপুর পৌরসভা কর্তৃপক্ষ গড়গোবিন্দপুর মৌজার ৬নং ওয়ার্ডে কো-কম্পোষ্টিং প্ল্যান্ট স্থাপন ও পরিচালনার জন্য ২৫ শতাংশ জমি বরাদ্দ করে। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাসা ও ওয়াটারএইড এর সহযোগিতায় ২০১৫ সালে একটি কো-কম্পোস্টিং প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়, যার ফলে পৌর এলাকার মানব বর্জ্য, গৃহস্থালী ও হাট-বাজারের আবর্জনা ও পোল্ট্রি বর্জ্যের ব্যবস্থাপনার একটি স্বাস্থ্যসম্মত সমাধান করা যাবে বলে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর সোস্যাল এডভান্সমেন্ট আশা করছে।

হ্যাবিটাট ৩ : বৈশ্বিক আলোচনার পটভূমি

বিশ্বের মাত্র .৫% ভূমিতে গড়ে ওঠা নগর ও শহর বৈশ্বিক জিডিপিতে অবদান রাখছে শতকরা ৭০ ভাগ,

শক্তি (এনার্জি) ব্যয় করছে শতকরা ৬০ ভাগ,

গ্রীণ গ্যাস উদগীরণ করছে শতকরা ৭০ ভাগ,

আবর্জনা জমা করছে শতকরা ৭০ ভাগ

37.9%	45.1%	54.5%
Habitat I	**Habitat II**	**Habitat III**
1976	1996	2016
World Urban Population		

Source: Habitat3.org

দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বান কি মুন

দুর্যোগ মোকাবিলায় বাংলাদেশ বিশ্ববাসীর কাছে বড় উদাহরণ

কীভাবে দুর্যোগের ঝুঁকি মোকাবিলা করতে হয়, তা বাংলাদেশের কাছ থেকে জাপানের সেনদাই শহরে জাতিসংঘের দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সেনদাই শহরের একটি হোটেলে জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ করেন জাতিসংঘের মহাসচিব। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর নেতৃত্ব দেন ইন্টারপার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সাংসদ সাবের হোসেন চৌধুরী। দুপুরে বান কি মুন সেনদাই সম্মেলনে আসা তরুণ ও কিশোরদের সংগঠনগুলোর প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করেন। তরুণদের প্রতিনিধি দলে বাংলাদেশের দুজন তরুণ যোগ দেন। টোহুকো বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজন করা হয় বাংলাদেশের দুর্যোগের ঝুঁকি বিষয়ক আলোচনা সভা। আয়োজক ছিল বাংলাদেশ সরকার ও জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি)। এতে বিভিন্ন দেশের দুর্যোগ বিশেষজ্ঞ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিরা যোগ দেন। সভায় দুর্যোগ বিশেষজ্ঞ সাইদুর রহমান তাঁর উপস্থাপনায় দেখান, ঝড়ের কারণে মানুষ মরে, এটা ঠিক নয়। সাইদুর রহমান আরও বলেন, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর দুর্যোগের ঝুঁকি মোকাবিলায় নেওয়া নানা উদ্যোগের কারণে ক্ষয়ক্ষতি অনেক কমে এসেছে। সাম্প্রতিক কয়েকটি ঘূর্ণিঝড়ে কয়েকশ মানুষ মারা গেছে। ইউএনডিপি, বাংলাদেশের সহকারী কান্ট্রি ডিরেক্টর খোরশেদ আলমের সঞ্চালনায় সভায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া দুর্যোগ মোকাবিলায় বাংলাদেশের নেওয়া বিভিন্ন উদ্যোগ তুলে ধরেন। সভায় সাংসদ সাবের হোসেন চৌধুরী বলেন, জাপান সরকার দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস বিষয়ক সেনদাই ইনিশিয়েটিভ নামে একটি উদ্যোগ নিয়েছে। বাংলাদেশের উচিত হবে সেই উদ্যোগে অংশ নেওয়া। সভায় দুর্যোগের ঝুঁকিহ্রাস বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচির (সিডিএমপি) পরিচালক আবদুল কাইয়ুম। এছাড়া আরও বক্তব্যদেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মাকসুদ কামালও, মাহবুবা নাসরিন।

ঢাকার বস্তিবাসীদের অধিকার সুরক্ষায় সখি প্রকল্প

বিশ্বের জনবহুল নগরগুলির মধ্যে ঢাকা শহরটি সবচেয়ে দ্রুততম সময়ে একটি মেগাশহরে পরিনত হয়েছে এবং এখানকার ৪০% জনগোষ্ঠী দরিদ্র এবং নূন্যতম নাগরিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত এবং বস্তিতে বসবাস করতে বাধ্য হচ্ছে। বাংলাদেশে নগর দারিদ্রতার হার ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে এবং এর মধ্যে নারীদের সংখ্যা অনেক বেশী। সখি -নারীর স্বাস্থ্য, অধিকার ও ইচ্ছাপূরণ প্রকল্পটি নেদারল্যান্ড সরকারের সহায়তায় ব্লাস্টের নেতৃত্বে আমরাই পারি- পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ জোট, বিডব্লিউএইচসি এবং মেরী স্টোপস -এর যৌথ অংশিদারিত্বে ঢাকা শহরের মিরপুর, মোহাম্মদপুর ও মহাখালী এলাকার ১৫টি বস্তিতে নারীদের অধিকার সুরক্ষার পরিবেশ তৈরী করার জন্য পরিচালিত হচ্ছে। প্রকল্পটি ২০১৪ সালে শুরু হয়েছে এবং ২০১৭ সাল পর্যন্ত চলবে। বস্তি এলাকার নারী-পুরুষকে নিয়ে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে এ প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে।

সুবিধা বঞ্চিত বস্তিবাসী নারীরা যেন খুব সহজে তাদের হাতের নাগালে স্বাস্থ্য, আইন ও তথ্য সেবা গ্রহন করতে পারে সে লক্ষ্যে প্রকল্প এলাকার প্রতিটি বস্তিতে একটি করে "ওয়ান স্টপ শপ" খোলা হয়েছে এখান থেকে নিয়মিতভাবে একজন প্যারামেডিক সরাসরি স্বাস্থ্য সেবা, একজন আইনজীবি আইন সেবা এবং একজন তথ্য কর্মী তথ্য সেবা প্রদান করেন। নারী ও কিশোরীদের জন্য সুষ্ঠ বিনোদনের ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে প্রতিটি হাবে নারী আড্ডা কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। এখানে নারীদের জন্য খেলাধুলার বিভিন্ন সরঞ্জাম, তথ্য সম্বলিত বই এবং খবরের কাগজ সরবরাহ করা হয়। এই "ওয়ান স্টপ সপ" থেকেই প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বস্তিনারী, পুরুষ, কিশোরী-কিশোরদের নিয়ে চেঞ্জমেকার তৈরী হয়েছে। ১৫টি বস্তি থেকে ১৫০০ চেঞ্জমেকারদেরকে মানবাধিকার, পারিবারিক আইন, শ্রম আইনসহ আইনগত অধিকার, প্রজনন স্বাস্থ্য এবং তথ্য অধিকার বিষয়ে প্রশিক্ষণ এবং এদের মাধ্যমে প্রতিটি বস্তিতে ৬৬টি স্ব-উদ্যোগি দল (১৫টি বস্তিতে মোট ১০০০টি স্ব-উদ্যোগি দল) তৈরী হচ্ছে যাদের মূল কাজ হলো নিয়মিতভাবে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার সম্পর্কিত ছোট ছোট উদ্যোগের মাধ্যমে বস্তিগুলোতে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং প্রতিটি বস্তি এলাকায় অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে রেফারেল সম্পর্ক তৈরীর মাধ্যমে স্বল্প টাকায় সেবা নিশ্চিত করা।

বস্তি এলাকার নারীদের ক্ষমতায়ন, স্বনির্ভর এবং চাকরি ক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সখি প্রকল্প আগ্রহী ব্যক্তিগণকে বিভিন্ন ধরনের কর্মমুখী প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করছে। পাশাপাশি প্রতি বছর প্রকল্প এলাকায় কর্মসংস্থা মেলা আয়োজন করা হচ্ছে, যেখানে নিয়োগকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে আমন্ত্রণ করা হয়। বস্তি এলাকার দক্ষ এবং কর্মঠ ব্যক্তিগন এই মেলার মাধ্যমে নিয়োগকারীগনের সাথে যোগাযোগ করতে পারে এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে তাদের জন্য আয়মূলক কাজ বেছে নিতে পারে। প্রকল্পের তথ্য সেবা সুবিধা বঞ্চিত মানুষের সেবা পাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে। হাবগুলোতে একটি তথ্য সেবারুম রাখা হয়েছে, যেখান থেকে সেবা প্রদানকারী বিভিন্ন সংগঠনের ঠিকানা সরবরাহ করা হয়। সর্বোপরি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সহযোগী ও সমমনা সংগঠনের কাছে রেফারাল আকারে পাঠানো হয়, যেন কেউ সেবা পাওয়া থেকে বঞ্চিত না হয়।

সখি নারীর স্বাস্থ্য, অধিকার ও ইচ্ছাপূরণ BLAST MARIE STOPES BANGLADESH Kingdom of the Netherlands

শহরের দুর্যোগ সহনশীলতা বৃদ্ধিতে কেয়ারের বিআরইউপি প্রকল্প

বাংলাদেশের শহুরে বাসিন্দাদের প্রায় ৪৩% দরিদ্র ও ২৩% অতি দরিদ্র যাদের অধিকাংশের বসবাস বস্তিতে বা অপরিকল্পিত এলাকাগুলোতে। কেয়ার বাংলাদেশ গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনবাসীর আর্থ-সামাজিক প্রতিবন্ধকতা অনুসন্ধান শীর্ষক একটি গবেষণা কার্যক্রম হাতে নেয়ার উদ্দেশ্য ছিল দুর্যোগের বিপদাপন্নতার কারণ ও করণীয় সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া এবং তার আলোকে জনগোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য একটি যুগোপযোগী প্রকল্প প্রণয়ন করা। সমন্বিত এ জরিপের মাধ্যমে যেমন আর্থ সামাজিক অবস্থা ও ঝুঁকি বেরিয়ে এসেছে ঠিক তেমনি অনাকাঙ্ক্ষিত সমস্যাগুলো সমাধানের সুপারিশ করা হয়েছে। ১৬ই জানুয়ারি ২০১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন দুর্যোগ সহনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষে উক্ত গবেষণা হতে প্রাপ্ত ঝুঁকির বিবরন ও সুপারিশের প্রেক্ষিতে 'বিল্ডিং রেজিলিয়েন্স অব দ্য আরবান পুওর (Building Resilience of the Urban Poor, BRUP)' নামক একটি প্রকল্প কেয়ার বাংলাদেশ বাস্তবায়ন শুরু করে। প্রকল্পটি নগরবাসীর দুর্যোগ সহনশীলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বিদ্যমান সামাজিক সমস্যাগুলো সমাধানে কাজ করবে। ইতোমধ্যে সুবিধাভোগীদের অংশগ্রহণে লক্ষিত এলাকাগুলোর আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্র এবং বসবাসকারীদের শ্রেণি বিশ্লেষণ সম্পাদন করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য ছিল এলাকার মানুষের সমতা, সম্পদ, অনুকূল উপাদান, ঝুঁকি ও দুর্বলতাগুলো যাচাই করা। নারী, পুরুষ, বয়স্ক, স্কুল ও কলেজগামী ছাত্রছাত্রী, শিশু, এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তি, স্থানীয় ব্যবসায়ীসহ সকল পেশার মানুষের উপস্থিতিতে এই বিশ্লেষণ সম্পাদিত হয়েছে। কেয়ার বাংলাদেশ বিশ্বাস করে উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলোর সফল বাস্তবয়নের মাধ্যমে নগররবাসীর দুর্যোগ সহনশীলতা বৃদ্ধি সম্ভব। এর ফলে তারা অগ্নিকান্ড, ইমারত ধস, ভুমিকম্প, জলাবদ্ধতা, বন্যা, দূষণের মত আপদ মোকাবিলায় সমর্থ হবে ।

শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠী দারিদ্র্য জয়ে ব্যর্থ হচ্ছেঃ প্রয়োজন জীবনমান বিশ্লেষণ এবং সমন্বিত নীতিমালা

বাংলাদেশ ও ভারতে ২০১৪ সালে 'নগর জনপদে অপ্রাতিষ্ঠানিক কাজ ও জীবনমান' বিষয়ক একটি গবেষণা পরিচালনা করা হয়েছে। এ গবেষণাটি পরিচালনা করেছে যুক্তরাজ্যের সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন প্রতিষ্ঠান (আইডিএস)। বাংলাদেশের বগুড়া, চট্টগ্রাম ও ঢাকা নগরীতে সাতটি বস্তিতে গবেষণার জন্য জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে। এতে সহায়তা করেছে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় এবং একশন এইড বাংলাদেশ। জরিপ ও দলীয় আলোচনার মাধ্যমে ৭০৯ জন পুরুষ এবং ৭৫৫ জন নারীর নিকট থেকে এ গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। মূলতঃ ব্যক্তি পর্যায়ে জীবনমান বা ভালো থাকার বিষয়টি এ গবেষণায় প্রাধান্য পেয়েছে। বিগত কয়েক দশকে বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দারিদ্র্য হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যানুযায়ী, ২০০৫ থেকে ২০১০ সাল, এই পাঁচ বছরেই দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ৪০ শতাংশ থেকে ৩১.৫ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে (বিবিএস ২০১১)। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাকে মাথায় রেখে প্রণীত দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল এবং সরকারি সেবাসমূহের মানোন্নয়ন প্রক্রিয়া এই দারিদ্র্য হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসাবে কাজ করেছে। কিন্তু সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল গ্রামীণ দারিদ্র্য হ্রাস করার উপর গুরুত্ব আরোপ করলেও শহুরে দারিদ্র্যের কথা এখানে প্রায় অনুপস্থিত। অথচ, শহরের জনসংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে (বার্ষিক ২.৯২ শতাংশ হারে), এবং সেই সাথে বাড়ছে শহরে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা। শহর এলাকায় দ্রুত বর্ধমান এই দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কথা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করার সময় এসেছে। আলোচ্য গবেষণায় দেখা যায়, শহরের বস্তিগুলোতে বসবাসরত দরিদ্র জনগোষ্ঠী তাদের জীবনমান উন্নয়নে যে সব বিষয়কে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন, সেই বিষয়েই তারা সব থেকে বেশি বঞ্চনার শিকার হন। গবেষণায় সেই সব বিষয়ের উপরে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, যেগুলো শহুরে দারিদ্র্য ইস্যুতে প্রায়ই উপেক্ষিত থাকে। এর মধ্যে আছে সামাজিক সম্পর্ক, সামাজিক মর্যাদা এবং ক্ষমতায়নের মত বিষয়গুলো। জীবনমানের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের প্রাধান্য নির্ধারণে নারী ও পুরুষের মতামতে যেমন ভিন্নতা পাওয়া গেছে; তেমনি দেখা গেছে যে, এলাকাভেদে এই সকল বিষয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সন্তুষ্টির মাত্রা একেক রকম। এবং এটি স্পষ্ট যে, তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই সকল বিষয়ে প্রাপ্য সেবা হতে বঞ্চিত হন। সুপেয় পানির সহজপ্রাপ্যতা, স্বাস্থ্যসেবা, এবং স্যানিটারি ল্যাট্রিনের ব্যবস্থা সম্পর্কে অসন্তুষ্টির মাত্রা সব থেকে বেশি পরিলক্ষিত হয়েছে এই গবেষণায়। এলাকাভেদে সন্তুষ্টির মাত্রার এই ভিন্নতা সংশ্লিষ্ট এলাকার পরিবেশ পরিস্থিতিরই প্রতিফলন। এবং তা নির্দেশ করে যে, এই সকল বিষয়ের সমাধান করার জন্য প্রয়োজন নির্দিষ্ট এলাকাভিত্তিক সুষ্ঠু নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়ন। শহুরে দারিদ্র্যের আরো যেসব বিষয়কে গবেষণাটি চিহ্নিত করেছে তার মধ্যে রয়েছে- শহরকেন্দ্রিক দারিদ্র্য সম্পর্কিত নীতিমালার অভাব এবং সরকারি সেবাসমূহের অপ্রতুলতা। সরকারি সেবাসমূহের মধ্যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার অপ্রতুলতা উঠে এসেছে গুরুত্বের সাথে। শহরের বস্তিতে বসবাসরত এই মানুষগুলো বেশিরভাগই যেমন অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমের সাথে জড়িত, তেমনি এদের অল্পবিস্তর পাওয়া সেবাগুলো তারা পায় অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে। ফলে তাদেরকে বেশি পয়সা দিয়ে মৌলিক সেবাসমূহ কিনতে হয় বাধ্য হয়েই। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বস্তিবাসীরা থাকে সরকারি খাস জমিতে যা কিনা কোন প্রভাবশালী ব্যক্তির আয়ত্বে থাকে। তাই বাসস্থান ও সেখানে বিদ্যুৎ ও ক্ষেত্রবিশেষে পানি পেতে তাদের জমির মালিকের সাথে মৌখিক চুক্তিতে যেতে হয় চড়া দামে। এতে তাদের জীবনযাত্রার খরচ অনেংকাংশে বেড়ে যায়। ফলে তাদের উপার্জিত তারা দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পায় না। এ গবেষণায় দেখা গেছে যে, জীবনমানের দশটি সূচক বিবেচনায় নিলে তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়। কেবলমাত্র কোনো জায়গায় বসবাসের সুযোগ ছাড়া সবকটি ক্ষেত্রেই তারা মানসম্পন্ন জীবনমান অর্জনে ব্যর্থ হয়। জরিপকৃত প্রত্যেকটি এলাকা অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ এবং প্রতিটি এলাকাতেই পানীয় জলের সংকট আছে। চট্টগ্রামের ডকের পাড় এলাকায় বসবাসরত জনগোষ্ঠীকে প্রতি কলস পানি ১-৫ টাকা দরে কিনে খেতে হয়। শুষ্ক মৌসুমে এখানকার মানুষকে নদীর পানি ফুটিয়ে বা রাসায়নিক উপায়ে বিশুদ্ধ করে পান করতে হয়। তবে চট্টগ্রামের তুলনায় ঢাকা ও বগুড়ার চিত্র কিছুটা ভালো। বসতঘরের কাছাকাছি ল্যাট্রিনের অভাব এসব এলাকার অন্যতম একটি সমস্যা। এছাড়া নিরাপত্তার জন্য নেই পর্যাপ্ত ব্যবস্থা। সড়কবাতির অভাব তাদের নিরাপত্তাহীনতাকে আরও বাড়িয়ে দেয়। সেই সাথে যে কোন সময় উচ্ছেদের ভয় তো আছেই। কোথা থেকে তারা সেবা পান তা নিচের ছকে দেওয়া হলো:

শহর	বগুড়া	চট্টগ্রাম	ঢাকা
বসতঘর	বস্তিরমালিক, বাসিন্দা	বস্তিরমালিক, বাসিন্দা	বস্তিরমালিক, বাসিন্দা
পানি	বস্তিরমালিক, দাতা, পৌরসভা	প্রাইভেট সরবরাহকারী	এনজিও, দাতা, প্রাইভেট সরবরাহকারী, বস্তিরমালিক
বিদ্যুৎ	বস্তিরমালিক, প্রাইভেটসরবরাহকারী	বস্তিরমালিক, প্রাইভেটসরবরাহকারী	বস্তির মালিক, প্রাইভেট সরবরাহকারী
সড়কবাতি	দাতা	কেউ না	দাতা, তবে শিরনিটেকে কেউ না
স্যানিটেশন	বস্তিরমালিক, কমিউনিটি, দাতা	বস্তিরমালিক, পৌরসভা	এনজিও, দাতা, বস্তির মালিক
বর্জ্য	কেউ না	কেউ না	বস্তির মালিক, তবে দু'টিতে কেউ না
স্বাস্থ্য ও পরিবারপরিকল্পনা	এনজিও, প্রাইভেটসরবরাহকারী	প্রাইভেটসরবরাহকারী, সরকারি	এনজিও, প্রাইভেট সরবরাহকারী, সরকারি
শিক্ষা	প্রাইভেটসরবরাহকারী, সরকারি	এনজিও, প্রাইভেটসরবরাহকারী, সরকারি	এনজিও, প্রাইভেট সরবরাহকারী সরকারি, কমিউনিটি, মাদরাসা

বিভিন্ন শহরে ভিন্ন ভিন্ন বস্তিতে বসবাসরত দরিদ্র জনগোষ্ঠী তাদের জীবনমান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সেবাসমূহ আদৌ পাচ্ছে কিনা এবং তা থেকে তারা কতটুকু মানসিক সন্তুষ্টিতে আছেন সেগুলো এই গবেষণায় চিহ্নিত করা হয়েছে। সেখান থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তাদের প্রয়োজনসমূহকে অবশ্যই সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, জাতিগত এবং ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করতে হবে। অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমের সাথে জড়িত শহরের বস্তিবাসীর জীবনমান উন্নয়নকল্পে নীতিমালা ও কর্মসূচি গ্রহণে এ গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। শহরাঞ্চলে বসবাসকারী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে নিম্নের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা জরুরী:

- জীবনমান উন্নয়নে মানুষের অগ্রাধিকারগুলোকে গুরুত্ব প্রদান এবং সে অনুযায়ী পদপে গ্রহণ।
- অপ্রাতিষ্ঠানিক কাজের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের মৌলিক সেবাসমূহ নিশ্চিতকরা যাতে তারা দারিদ্র্যমুক্ত হতে সক্ষম হয়।
- ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকল শহরবাসীর জন্য স্থায়ী ও নিরাপদ আবাসস্থল নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় নীতিমালা গ্রহণ।
- অপ্রাতিষ্ঠানিক কাজের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের নাগরিক অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিত করা।

[বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন : এ এস এম জুয়েল, ব্যবস্থাপক-গবেষণা, একশনএইড বাংলাদেশ, juel.miah@actionaid.org]

বই পরিচিতি

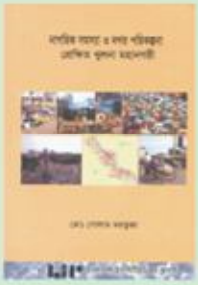

নাগরিক সমস্যা ও নগর পরিকল্পনা - প্রেক্ষিত খুলনা মহানগরী

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স কর্তৃক 'নাগরিক সমস্যা ও নগর পরিকল্পনা - প্রেক্ষিত খুলনা মহানগরী শিরোনামে একটি বই প্রকাশিত হয়েছে। এ বইটির লেখক খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের নগর ও গ্রামীণ পরিকল্পনা ডিসিপ্লিনের প্রফেসর ডঃ মোঃ গোলাম মরতুজা। খুলনা মহানগরীর নগর ও নগরায়ণ বিষয়ক কারিগরি বহি-এর সংখ্যা নিতান্তই কম। এ অভাবটুকু কিছুটা হলেও পূরণের লক্ষ্যেই "নাগরিক সমস্যা ও নগর পরিকল্পনা প্রেক্ষিত খুলনা মহানগরী" বইটি প্রণীত হয়েছে। সবার পাঠযোগ্য হবে এমন প্রত্যাশা করেই বইটি লেখা হয়েছে। খুলনা মহানগরীর বিভিন্ন সমস্যা নিরসনে গবেষণা ও প্রয়োজনীয় কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণে বইটি কিছুটা হলেও দিক নির্দেশনা প্রদানে সহায়তা করবে। সর্বমোট ১৫৩ পৃষ্ঠায় লিখিত এ বই-এ লেখক খুলনা মহানগরীর বিভিন্ন নাগরিক সমস্যা এবং নগর পরিকল্পনা বিষয়ক বিভিন্ন দিকসমূহ সম্পর্কে অত্যন্ত সহজ ভাষায় বিস্তারিতভাবে বিবরণ লিখেছেন। বইটির মূল্য দুইশত টাকা। লেখক প্রফেসর মরতুজার ই-মেইলে যোগাযোগ করে বইটি সংগ্রহ করা যেতে পারে। ই-মেইলঃ smgmurtaza@gmail.com

সুরমা নদীর সিলেট নগরের চাঁদনীঘাট এলাকা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযানের মধ্যদিয়ে আন্তর্জাতিক নদী দিবস উদযাপন

হাতের কাছে যত ধরনের আবর্জনা পাওয়া গেছে, তা তুলে নির্দিষ্ট স্থানে রেখে পরে সিটি করপোরেশনের বর্জ্য অপসারণ দলের কাছে পৌঁছানো হয়। এভাবেই সুরমা নদীর সিলেট নগরের চাঁদনীঘাট এলাকা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযানের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক নদী দিবস উদযাপন করে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনসহ (বাপা) সিলেটের কয়েকটি পরিবেশবাদী ও সামাজিক সংগঠন। আয়োজকেরা জানান, সিলেট নগরের যত্রতত্র ময়লা-আবর্জনা ফেলায় সুরমা নদীতে দূষণের মাত্রা বেশি দেখা গেছে। আন্তর্জাতিক নদী দিবসে তাই নদীতে ময়লা-আবর্জনা ফেলা থেকে বিরত রাখার সচেতনতায় বাপার আহ্বানে স্থানীয় পরিবেশবাদী সংগঠন ভূমি সন্তান বাংলাদেশ, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন রোটারি ক্লাব, সুরমা রিভার কিপার ও সুরমা পারের সামাজিক সংগঠন জালালাবাদ সূর্যমুখী যুব সংঘের সদস্যরা ১৪ই মার্চ সকাল সাড়ে ১০টায় নদী তীরে জড়ো হয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচির সূচনা করেন। কর্মসূচির শুরুতে নদী তীরের মঞ্চ থেকে নদী রক্ষার সচেতনতায় নানা ধরনের প্রচারণা চালানো হয়। সিলেট সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এনামুল হাবীব এবং বাপার সাধারণ সম্পাদক আবদুল করিমের শুভেচ্ছা বক্তব্যের পরই শতাধিক তরুণ-তরুণী অংশ নেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজে। সিলেট সিটি করপোরেশনের বর্জ্য শাখার ১৫ জন শ্রমিক তাঁদের সহায়তা করেন। সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বেলা একটা পর্যন্ত চলে এ কাজ। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান শুধু সুরমা তীরের চাঁদনীঘাটে হওয়ার কথা ছিল। অবশ্য তরুণদের উৎসাহে চাঁদনীঘাট থেকে কোতোয়ালি থানা এবং সিলেট সার্কিট হাউসের সামনে নদী তীরও আবর্জনামুক্ত করা হয়। সিটি করপোরেশনের বর্জ্য শাখা সূত্র জানায়, নদীতীর থেকে সংগ্রহ করা আবর্জনা তিনটি ট্রাকে অপসারণ করা হয়।

ট্যানারি স্থানান্তরে অগ্রগতি নেই:

পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলনের (পবা) সংবাদ সম্মেলনে

বুড়িগঙ্গা নদী দূষণমুক্ত রাখতে ট্যানারিগুলো হাজারীবাগ থেকে সাভারের চামড়া শিল্প নগরে চলতি মাসে স্থানান্তর করার কথা। কিন্তু নির্ধারিত সময়ে তা স্থানান্তরে শিল্প মালিকদের কাজের কোনো অগ্রগতি হয় নি। ১৫৫টি ট্যানারির মধ্যে মাত্র একটি প্রতিষ্ঠানের দ্বিতীয় তলার (ছয়তলা বিশিষ্ট) ছাদ ঢালাই হয়েছে। বাকিগুলোর নির্মাণ কাজ চলছে ধীরগতিতে। পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলনের (পবা) কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনটির এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানানো হয়। ৮ মার্চ পবার একটি প্রতিনিধিদল ট্যানারি শিল্প স্থানান্তর কার্যক্রমের অগ্রগতি সরে জমিনে পরিদর্শন, জরিপ, পর্যবেক্ষণ করে এ প্রতিবেদন তৈরি করে। প্রতিবেদনে বলা হয়, মাত্র ছয় শতাংশ শিল্প প্রতিষ্ঠান ভবনের ফাউন্ডেশন সম্পন্ন করেছে, ৩৬ শতাংশ ফাউন্ডেশনের কাজ চলছে এবং ৫৮ শতাংশ শিল্প ভবন নির্মাণের জন্য এখন পর্যন্ত কিছুই করেনি। তাই আগামী জুন মাসের মধ্যে যেসব প্রতিষ্ঠান উৎপাদন শুরু করতে পারবে না, তাদের প্লট বাতিল এবং আইনগত ব্যবস্থা নেওয়াসহ আট দফা সুপারিশ করে পবা। সংবাদ সম্মেলনে মূল প্রবন্ধের আলোকে বক্তব্য তুলে ধরেন পবার সাধারণ সম্পাদক মো. আবদুস সোবহান।

ঢাকায় ব্যবসা ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ এবং এক বদলে যাওয়া নারী

আয়েশা আকতার পেশায় একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। জীবনের তাড়নায় বরিশালের আয়শা তার আদি বাড়ি বরিশাল ছেড়ে সপরিবারে ঢাকা আসে ২০১০ সালে। মে, ২০০৯ সালে ঘূর্ণি ঝড় আইলার প্রবল আঘাতে পটুয়াখালী, বরিশালসহ দক্ষিণাঞ্চলের কয়েকটি অঞ্চল জুড়ে লন্ডভন্ড হয়ে যায়। আয়েশার স্বামী কামালের মত অনেক কৃষিজীবী-ই তাদের সহায়-সম্বল, জীবিকা হারিয়ে পরিবার পরিজনসহকারে তাদের পৈত্রিক ভিটা ছাড়তে বাধ্য হয়। তাদের দুই সন্তানসহ ঢাকায় এসে সায়েদাবাদের গণকটুলী বস্তিতে আশ্রয় নেয়। কিন্তু কোনভাবেই তাদের দৈন্য দশার পরিবর্তন হয় না। এমন কিতারা তাদের সন্তানদের স্কুলে যাওয়া বন্ধ করতেও বাধ্য হয়। এমতাবস্থায়, আশেপাশে খোঁজ-খবরের মাধ্যমে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ে আসা আয়েশা UPPR এর'আলোর পরশ' সিডিসি তে যোগ দেয়। ২০১২ সালের জানুয়ারি মাসে UPPR প্রকল্পের সাথে যুক্ত হয় কেয়ার বাংলাদেশ। ফেব্রুয়ারিতে Stimulating Change through Access and Livelihood Enhancement of Urban Poor (SCALE-UP) প্রকল্প নামে কাজ শুরু করে কেয়ার। এই প্রকল্পের আওতায় আয়েশা ব্যবসা ও হিসাব ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচিত হয় এবং ৫০০০ টাকা থোক বরাদ্দ পায়। আয়েশা এই টাকা দিয়ে একটি চায়ের দোকান করার ইচ্ছা পোষণ করে। প্রশিক্ষণের সময় ব্যবসা ছাঁকুনী অনুশীলনের মাধ্যমে আয়েশা ব্যবসায়ে মূলধনের সঠিক ব্যবস্থাপনা এবং সম্ভাব্য লাভজনক ব্যবসায়িক পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে পারে। এই প্রশিক্ষণ আয়েশার সিদ্ধান্ত ও জীবনে পরিবর্তন আনে। সে বর্তমানে কাগজের শপিং ব্যাগ তৈরী করছে। তার স্বামী কামাল প্রতিদিন ভোরবেলা রিক্সা নিয়ে বেরোবার সময় সঙ্গে নেয় আয়শার তৈরী শপিং ব্যাগ। আয়েশা ঘরে বসেই ব্যাগ তৈরী করে। প্রশিক্ষণ শেষে কেয়ার কর্মীর দ্বারা সে কয়েকজন ব্যবসায়ীর সাথে পরিচিত হয়। তারা আয়েশার তৈরী ব্যাগ ক্রয়ে আগ্রহ প্রকাশ করে। কামাল প্রতিদিন তাদের কাছে ব্যাগ পৌছে দেয়। ফিরতি পথে নতুন কাঁচামাল নিয়ে আসে। বর্তমানে গড়ে প্রতি মাসে আয়েশার একক নীট আয় ৫০০০ টাকা। পরিমিত খরচ এবং মূলধন ব্যবস্থাপনার কারণে আয়েশার নিয়মিত সঞ্চয় মাসিক ৫০০ টাকা। এই সঞ্চয় থেকে আয়েশা তার সন্তানদের স্কুলে ভর্তি করে। তারা সঠিক পথে ফিরে আসে। আয়েশা এবং কামালের বর্তমান পরিকল্পনা, কামাল রিক্সা চালনা ছেড়ে ব্যবসায় সম্পূর্ণ রুপে যোগ দেবে এবং বড় পরিসরে ব্যবসা পরিচালনা করবে। ব্যবসা ও হিসাব ব্যবস্থাপনা এবং কারিগরী শিক্ষা আয়েশা ও তার পরিবারের জীবন পাল্টে দিল। এখন আয়েশা ও তার পরিবার আর্থিকভাবে সচ্ছল, কামাল ও আয়েশা চিন্তামুক্ত।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগঃ মুহাম্মদ মেহবুল ইসলাম, ডিরেক্টর, প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট ইউনিট, CARE বাংলাদেশ, প্রগতি ইন্সুরেন্স ভবন, ২০-২১, কাওরান বাজার, ঢাকা- ১২১৫, ফোন- ০২-৯১১২৩১৫-১৩২, ই-মেইল-mehrul@bd.care.org

রাস্তা পারাপারে জেব্রা ক্রসিং ও সাইনের দাবি

রাস্তা পারাপারে জেব্রা ক্রসিং, সিগন্যাল ও সাইন প্রদানের দাবিতে ১৫ মার্চ, ২০১৫ সকাল ১১টায় রাজধানীর ধানমন্ডি শংঙ্কর এলাকায় র‍্যালি করেছে তরুণদের নিয়ে গঠিত 'কাম্পকুল'। র‍্যালিতে বক্তারা বলেন, নগর জুড়ে পথচারীর পারাপারে স্বল্প খরচের জেব্রা ক্রসিং এর ব্যবস্থানা করে তৈরি করা হচ্ছে ফুটওভারব্রিজ। অথচ এ ওভারব্রিজে বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী বা শিশুদের জন্য রাখা হয়নি কোনো সুব্যবস্থা বা একজন শ্রমিক কখনোই তার মালের বোঝা মাথায় নিয়ে এতগুলো সিঁড়ি পার করে রাস্তার ওপারে যেতে পারবেন না। এর জন্য সমাধানের পথ হিসেবে প্রয়োজন প্রত্যেক রাস্তায় জেব্রা ক্রসিং এর ব্যবস্থা করা। এতে করে একটা নির্দিষ্ট সময় পরপর সুন্দর ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় রাস্তা পারাপার করতে পারেন সাধারণ মানুষ। ক্যাম্প কুলের তরুণরা বলেন, নগরে মোট দুর্ঘটনার ৭২ শতাংশ শিকার হয় পথচারী এবং ৯১ শতাংশ দুর্ঘটনার কারণ চালকদের বেপরোয়া চালনা। ঢাকার অধিকাংশ জায়গায় জেব্রা ক্রসিং নেই এবং অনেক স্থানে ফুটপাত দখল করে রাখে প্রাইভেট গাড়ী। ঢাকায় অনেক সমস্যা। দূষণ, দূর্ঘটনা, যানজট, জ্বালানি ব্যয়-সবই যানবাহন কেন্দ্রিক। হাঁটার সুবিধা না থাকলেও পথচারীরা বড় কোনো সমস্যা সৃষ্টি করছে না। বরং, নানা সীমাবদ্ধতা মেনে নিয়েই তারা হাঁটছে।

রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন এলাকায় UPPR প্রকল্পের কমিউনিটি হাউজিং ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (CHDF) কার্যক্রমের অগ্রগতি

রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের ৩০টি ওয়ার্ডের ১১টি ক্লাস্টার ও ১৭৩টি সিডিসির মাধ্যমে UPPR প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। উক্ত কার্যক্রমগুলো চলমান রাখা এবং নতুন কার্যক্রমের আওতায় ঘর-বাড়ি উন্নয়নের জন্য UPPR প্রকল্পের নতুন সংযোজন কমিউনিটি হাউজিং ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (CHDF) যার মাধ্যমে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের দরিদ্র জনগোষ্ঠী কম জায়গায়, অল্প এবং দীর্ঘমেয়াদী সুদে একটি স্বপ্নের আবাসন নির্মানের সুযোগ পাচ্ছে। এই কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র মহোদয়ের নেতৃত্বে ১৩/১২/২০১৩ ইং তারিখে ৯ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা পর্ষদের শপথ গ্রহন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কমিটি গঠন করা হয়। ইতিমধ্যে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের ৯ টি সিডিসিতে মোট ৫৪টি গৃহ নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে এবং ১০ টি গৃহ নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

এযাবৎ পর্যন্ত RCC তে (রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনে) ৬৪ জনকে ১১৫,০০০০০/- টাকা গৃহ নির্মাণের জন্য ঋন প্রদান করা হয়েছে। CHDF কার্যক্রম CDCF দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। CHDF এর সদস্যভুক্ত হয়েছে ১৩০টি সিডিসিতে আশা করা যায় এই CHDF কার্যক্রমের মাধ্যমে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের দরিদ্র জনগোষ্ঠী খুব শীঘ্রই স্বাস্থ্যসম্মতভাবে বসবাস উপযোগী একটি স্বপ্নের বাড়ি নির্মাণ এবং রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের একটি স্বপ্নের শহর নির্মাণে বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

সি এইচ ডিএফ থেকে প্রাপ্ত ঋণের অর্থে মোছাঃ বানু বেগম এর স্বপ্নের বাড়ী। তিনি রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের ১৮নং ওয়ার্ডের আসাম কলোনীরবের মোড় সিডিসি'র দরিদ্র শ্রেণীভূক্ত একজন সদস্য।

বেগুনটিলায় হ্যাবিটেট ফর হিউম্যানিটি ইন্টারন্যাশনাল-বাংলাদেশ এর "হাউজ ডেডিকেশন সিরিমনি ২০১৫" আয়োজন

হ্যাবিটেট ফর হিউম্যানিটি ইন্টারন্যাশনাল-বাংলাদেশ "বিল্ডিং রেসিলিয়েন্ট আরবান স্লাম সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-ফেইস-২" এর আওতায় ঢাকা মহানগর এলাকায় বেগুনটিলা বস্তি, মিরপুর, ঢাকাতে গত এক বছরে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। ২টি পানির রিজারভার, ৪ কক্ষবিশিষ্ট গোছলখানা, ১২০ ফুট ড্রেন, ৬ কক্ষবিশিষ্ট ১টি কমিউনিটি ল্যাট্রিন ও ১০০০ ফুট ফুটপথ নির্মাণ এবং ৩০টি বসত ঘর পুনঃনির্মাণ যার মধ্যে অন্যতম। উক্ত উন্নয়নমূলক কার্যক্রম এর শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে গত ১৮ মার্চ ২০১৫ তারিখে "হাউজ ডেডিকেশন সিরিমনি ২০১৫" শিরোনামে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেন মোঃ আমিনুল ইসলাম (উপ-সচিব), প্রধান সমাজ কল্যাণ ও বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ আনোয়ার হোসেন ভূইয়া, বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, মোঃ আবুল বাশার, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, হ্যাবিটেট ফর হিউম্যানিটি ইন্টারন্যাশনাল - বাংলাদেশ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মিঃ জন আমস্ট্রং, ন্যাশনাল ডিরেক্টর, হ্যাবিটেট ফর হিউম্যানিটি ইন্টারন্যাশনাল - বাংলাদেশ। আলোচনা অনুষ্ঠান শেষে প্রধান অতিথিসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ ফিতা কেটে কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধি ও বেগুনটিলা বস্তির জনগণ স্বতঃস্ফুত ভাবে অংশগ্রহণ করেন ও জনগণের পক্ষ থেকে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন মোঃ মহশীন হাওলাদার, সেক্রেটারী, কমিউনিটি ওয়াশ কমিটি, মিসেস রহিমা বেগম, সদস্য, কমিউনিটি ওয়াশ কমিটি এবং মিঃ খলিল শিকদার ও মিসেস আনোয়ারা বেগম। অনুষ্ঠানে বক্তাগণ হ্যাবিটেট ফর হিউম্যানিটি ইন্টারন্যাশনাল-বাংলাদেশ কে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের জন্য কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বিআইপি এবং ইউএন হ্যাবিটাট এর উদ্যোগে Urban Planning for City Leaders (নগর নেতৃত্বের জন্য নগর পরিকল্পনা) শীর্ষক আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বিগত ১৭, ১৮ এবং ১৯ ডিসেম্বের ২০১৪ তিন দিনব্যাপী বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বি.আই.পি.) ও UN-Habitat এর যৌথ উদ্যোগে Urban Planning for City Leaders (নগর নেতৃত্বের জন্য নগর পরিকল্পনা) শীর্ষক একটি আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণে বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং অধিদপ্তরে কর্মরত নগর পরিকল্পনাবিদ, দেশের সকল সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভার মাননীয় মেয়র, কাউন্সিলর ও সচিবসহ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ এবং সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভায় কর্মরত নগর পরিকল্পনাবিদগণ অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীরা সবাই বিভিন্নভাবে নগর পরিকল্পনার ও উন্নয়নের সাথে জড়িত। প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথি নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক প্রকৌশলী খোন্দকার ফৌজি মুহাম্মদ বিন ফরিদ এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের উপ-প্রধান প্রকৌশলী জনাব মো. নুরুল্লাহ। এই প্রশিক্ষণ কর্মশালার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নগর নেতৃত্ব ও নগর পরিকল্পনার সাথে যুক্ত ব্যক্তিবর্গদের নগর পরিকল্পনা সম্পর্কে আরও উৎসাহিত করা এবং নগর নেতৃতের জন্য নতুন কিছু ধারণা দেয়া যাতে তারা তাদের শহরকে আরও সুন্দর ও টেকসই ভাবে গড়ে তুলতে পারে।

প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন UN-Habitat হেড কোয়ার্টারের পাবলিক স্পেস, আরবান প্ল্যানিং এবং ডিজাইন ব্রাঞ্চ ইউনাইটেড নেশনস হিউম্যান সেটেলমেন্ট প্রোগ্রামের ব্যবস্থাপক, সিসিলিয়া অ্যান্ডারসন এবং UN-Habitat হেড কোয়ার্টার প্রতিনিধি পরিকল্পনাবিদ সেহেল রানা। এছাড়াও পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. নুরুল ইসলাম নাজেম, পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. আকতার মাহমুদ, স্থপতি ইশতিয়াক জহির এবং স্থপতি অধ্যাপক ড. নাসরিন হোসেন বিভিন্ন সেশনে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করেন। প্রশিক্ষনের ফ্যাসিলিটেটররা কৌশলগত পরিকল্পনা, টেকসই নগর কাঠামো ও পরিকল্পিত নগর উন্নয়ন, নগর গতিশীলতা ও প্রধান সেবাসমূহ, বাসযোগ্য শহর জন্য উন্মুক্ত স্থান প্রদান, দুর্যোগ মোকাবিলায় স্থিতিস্থাপকতা বাড়ানো এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস, নগর পরিকল্পনা মাধ্যমে আর্থিক সম্পদ বাড়ানো ইত্যাদি বিষয় গুলো উপস্থাপন করেছিলেন। অংশগ্রহণকারীদের কয়েকটি ভাগে ভাগ করে দলবদ্ধ কাজ দেয়া হয় যার মাধ্যমে তারা এক সাথে কাজ করার সুযোগ পায় এবং তাদের নিজেদের চিন্তা ভাবনাকে অন্যদের কাছে তুলে ধরতে পারে।

সিডিসি'র সহায়তায় দরিদ্র থেকে মুক্তি পেল লাবনি

মোছাঃ লাবনি আক্তার, পিতাঃ মোহাঃ মাসুম, গ্রামঃ লোনগোলা বাস টারমিনাল, রহনপুর, রাজশাহী। পিতা গরুর ব্যবসা করত। ৩ বোন ২ ভাই এর সংসারে কোন রকমে সংসার চলত। লাবনি আক্তার এক অভাবের সংসার হতে আর এক অভাবের সংসারে এসে পড়ে। এর মধ্যে সে জানতে পায় সিডিসি'র কথা সিডিসি'র কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে এবং এর সদস্য হিসেবে। শিক্ষানবীশ গ্রান্ট আওতায় লাবনি আক্তার এর সঙ্গে আলোচনা করে তার স্বামীর নাম দেয় ইলেকট্রিক গ্র্যান্ট এ। সে টিটিসিতে ০৬ মাসের প্রশিক্ষণ করে। প্রশিক্ষন শেষে তার স্বামী সিডিসি থেকে ২০০০০/= টাকা লোন নিয়ে ইলেক্ট্রনিক্স ম্যাকানিক্স এর দোকান দেয় থানার মোড়, রাজশাহীতে। দোকান ভালো চলছে এবং লাভ হচ্ছে দেখে লোন শোধ করে আবার সিডিসি হতে পুনরায় লোন নেয় ১০০০০০/= টাকা। লাবনি আক্তার স্বামী মোঃ মোজাম্মেল হক এখন মাসে ১৫০০০/= টাকা আয় করে। তাদের মেয়ে স্কুলে পড়ে। পূর্বে তাদের টিনসেড ঘর ছিল এখন পাকা ঘর করেছে। স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা করেছে। বাড়ির পাশে নলকূপ। এলাকার জনগণ তাদের সম্মান করে। লাবনি আক্তার বলে সে এখন খুব ভালো আছে। তার এখন আর কষ্ট নাই। সিডিসি তার জীবনকে পাল্টিয়েছে সিডিসি না থাকলে তার জীবনের উন্নয়ন হত না। লাবনি আক্তার ও তার স্বামীর স্বপ্ন সাহেব বাজার এ বড় দোকান দেওয়া, মেয়েকে ডাক্তার বানানো।

শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী হিসাবে ২৩টি ইউপিপিআর টাউনের মধ্যে নওগাঁ পৌরসভার দ্বিতীয় স্থান অধিকার

মোছাঃ সাহিমা বেগম এলজিইডি এর নগর উন্নয়ন সেক্টর ২০১৫- শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী হিসাবে সারা বাংলাদেশের ২৩টি ইউপিপিআর টাউনের মধ্যে নওগাঁ পৌরসভা থেকে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। গত ১১ মার্চ ২০১৫ ইং তারিখে এলজিইডি এর আগারগাঁও অডিটোরিয়ামে শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারীদের সম্মাননা প্রদান করা হয়। সাহিমা বেগম অন্যান্য নারীদের সংগে পুরস্কার গ্রহন করেন ১০ হাজার টাকার প্রাইজমানি, একটি ক্রেস্ট ও একটি সার্টিফিকেট গ্রহণ করেন মাননীয় এলজিআরডিএন্ডসি মন্ত্রী জনাব সৈয়দ মোঃ আশরাফুল ইসলামের নিকট থেকে।

নিরাপদ পানির অভাবে বছরে ৮০ কোটি মার্কিন ডলার ক্ষতি

নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশনের অভাবে প্রতি বছর সরকারের ৮০ কোটি মার্কিন ডলার ক্ষতি হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব আবদুল মালেক। রোববার (২২মার্চ) বিশ্ব পানি দিবস উপলক্ষে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদফতর মিলনায়তনে এক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন। সেমিনারে বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকাস্থ সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত ক্রিশ্চিয়ান ফচ। 'পানির সহজ প্রাপ্তি টেকসই উন্নয়নের ভিত্তি' শীর্ষক এ সেমিনারের আয়োজন করে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদফতর, পলিসি সাপোর্ট ইউনিট, জাতিসংঘ তথ্যকেন্দ্র, ইউনিসেফ, বিশ্বব্যাংক, অক্সফাম, বাংলাদেশ ওয়াশ অ্যালায়েন্স ও এনজিও ফোরাম ফর পাবলিক হেলথ। আব্দুল মালেক বলেন, ২০১৬ সাল থেকে শুরু হতে যাওয়া টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার আওতায় সরকার ইতোমধ্যে নিরাপদ পানি নিশ্চিত করতে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। পানি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. এম ফিরোজ আহমেদ বলেন, প্রায় সব খাতের উন্নয়নে পানির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও দেশের উন্নয়ন কার্যক্রমে সুপরিকল্পিতভাবে পানি সম্পদের ব্যবহার হচ্ছে না। পানি সম্পদের অপরিকল্পিত ব্যবস্থাপনার ফলে প্রবল পানি সংকটসহ মারাত্মক পরিবেশ বিপর্যয়ের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। পানি সম্পদের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব ইতোমধ্যেই প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। এ বিষয় গুলো সরকারসহ প্রতিটি মানুষই জানেন। কিন্তু সদিচ্ছার অভাবে এ সংকটগুলোর সমাধানে উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে না।

অন্যান্য বক্তারা বলেন, ভবিষ্যত প্রজন্মের কথা না ভেবেই উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করার কথা অনেক সময় বিবেচনায় নেওয়া হয়। সীমিত সম্পদ হিসেবে পানিকে অবশ্যই টেকসই ব্যবস্থাপনার আওতায় আনতে হবে। ২০১৩- ১৪ সালের জাতীয় বাজেটে পানি ও স্যানিটেশন খাতে বরাদ্দ কমেছে ১৫০ কোটি টাকা। যে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে তার ৮৩ শতাংশই দেওয়া হয়েছে শহরাঞ্চলকে। আর্সেনিক মিটিগেশন খাতে কোনো প্রজেক্টই রাখা হয় নি। এ ধরনের বৈষম্য কমিয়ে আনতে হবে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সবার জন্য নিরাপদ পানি নিশ্চিত করার আহবানও জানান তারা।

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদফতরের প্রধান প্রকৌশলী খালেদা আহসানের সভাপতিত্বে সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন, স্থানীয় সরকার বিভাগের পলিসি সাপোর্ট ইউনিটের যুগ্ম সচিব কাজি আবদুল নূর, ডেলিগেশন অব দ্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন টু বাংলাদেশের ফার্স্ট সেক্রেটারি গঞ্জালো সেরানো এবং ডব্লিও এসপি দ্য ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের লিড ওয়াটার অ্যান্ড স্যানিটেশন স্পেশালিস্ট যোয়েল কলকার।

সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বুয়েটের ডিপার্টমেন্ট অব সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মো.মুজিবর রহমান। সঞ্চালনা করেন স্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এম ফিরোজ আহমেদ। জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুনের বিশ্ব পানি দিবস' ২০১৫ এর বাণী পাঠ করেন জাতিসংঘ তথ্যকেন্দ্রের ঢাকাস্থ প্রতিনিধি মো. মনিরুজ্জামান প্রমুখ।

ঢাকা শহরে পয়ঃবর্জ্য নিরসন সেবায় ওয়াসার নতুন উদ্যোগ

গত ১১ মার্চ ২০১৫ তারিখ বুধবার ঢাকা ওয়াসার বোর্ড রুমে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা ওসাপ এবং ইউনিসেফ বাংলাদেশ এর সহায়তায় ঢাকা ওয়াসার উদ্যোগে আধুনিক ও পরিবেশ সম্মত উপায়ে ঢাকা শহরের পয়ঃবর্জ্য নিরসনের লক্ষ্যে ঢাকা ওয়াসা এবং গুলশান ক্লিন এন্ড কেয়ার এর মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির আওতায় ঢাকা ওয়াসা, উদ্যোক্তাকে ভেকুটাগ ও এর প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ করবে। যেখানে উদ্যোক্তা তার লভ্যাংশ হতে ঢাকা ওয়াসাকে ভেকুটাগ এর ভাড়াসহ নিরাপত্তা জনিত জামানত প্রদান করবে। এর মাধ্যমে নগরবাসী স্বল্প খরচে উন্নত দেশের ন্যায় অতি দ্রুত সময়ে নিরাপদ ও পেশাদার পয়ঃবর্জ্য নিরসন সেবা গ্রহণ করতে পারবে। ঢাকা ওয়াসা ও বেসরকারি উদ্যোক্তার মধ্যে এই চুক্তি বাস্তবায়নে ওসাপ নামে একটি আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা তাদের বিভিন্ন দেশের কাজের অভিজ্ঞতার আলোকে নিবিড় কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে নগরবাসীকে উন্নত সেবা প্রদানের পাশাপাশি উদ্যোক্তারা নিজেরা লাভবান হবেন, নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হবে এবং ঢাকা ওয়াসা নগরবাসীকে উন্নত সেবা প্রদানে সক্ষম হবে।

উল্লেখ্য যে, ঢাকা শহরের মোট জনসংখ্যার মাত্র ২০ ভাগ ওয়াসার সুয়ারেজ নেটওয়ার্কের আওতায় রয়েছে এবং ৮০ ভাগ এলাকা অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে নগরবাসী তাদের সেপ্টিকট্যাঙ্ক ও পিট লেট্রিনগুলো বেশিরভাগই অপেশাদার কর্মী দ্বারা সনাতন পদ্ধতিতে পরিস্কার করে থাকে, যেখানে পরিচ্ছন্ন কর্মী ও নগরবাসী উভয়ই স্বাস্থ্য ঝুকিতে থাকে। এ বিষয়কে বিবেচনায় রেখে উন্নত বিশ্বের দেশগুলোর মত অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে নগরবাসীকে ব্যক্তি উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে পয়ঃবর্জ্য নিরসন সেবা প্রদানে ঢাকা ওয়াসা প্রথমবারের মত এই যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এই পদ্ধতিতে ভ্যাকুট্যাগ নামক একটি আধুনিক যন্ত্রের মাধ্যমে অতি দ্রুত সময়ে পরিবেশ সম্মতভাবে স্বল্প খরচে সেপ্টিক ট্যাঙ্কের বর্জ্য পরিস্কার করা সম্ভব হবে। উক্ত অনুষ্ঠানে ঢাকা ওয়াসার বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপক জনাব উত্তম কুমার রায়, ওসাপ বাংলাদেশের কান্ট্রি প্রোগ্রাম ম্যানেজার আব্দুস শাহিন, ইউনিসেফ বাংলাদেশের আরবান স্পেশালিষ্ট জনাব শফিকুল আলম, ডিএসকের নির্বাহী পরিচালক ডাঃ দিবালোক সিংহসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার পদস্থ কর্মকর্তা, স্থানীয় উদ্যোক্তা ও গণমাধ্যমের প্রতিনিধিগণ এবং গুলশান ক্লিন এন্ড কেয়ারের সত্ত্বাধিকারী জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বক্তারা ঢাকা ওয়াসার এই যুগান্তকারীও সৃজনশীল উদ্যোগের প্রসংশা করেন এবং পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপের মাধ্যমে অন্যান্য বড় ও ঘনবসতিপুর্ণ শহরগুলোতেও এ ধরনের উদ্যোগ সম্প্রসারণের জন্য সরকারি- বেসরকারি, ব্যক্তি উদ্যোক্তা ও উন্নয়নসহযোগীদের আহবান জানান।

ঢাকা শহরের মিরপুর ও গুলশান এলাকাবাসীরা সুলভমূল্যে নিরাপদ, মানসম্পন্ন ও আধুনিক পদ্ধতিতে পয়ঃবর্জ্য নিরসন সেবা পেতে যে কোন সময় SWEEP এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। SWEEP হলো আধুনিক পদ্ধতিতে পরিবেশ সম্মত উপায়ে সেপ্টিক ট্যাঙ্ক এরপয়:বর্জ্য নিস্কাষনের একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান। এর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ কর্মীরা দক্ষতা ও নিরাপত্তার সাথে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত রয়েছে। তাই এই সেবা পেতে যোগাযোগ করুনঃ ০১৮৬৯-১৯১ ৯২৯ এবং ০১৯৬১-৪৪৪ ৯৯৯ নম্বরে। বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুনঃ www.sweep.bd.com

পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য অভ্যাস বিষয়ক অভিযান আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন পৌর মেয়র, জনাব মোঃ ইকরামুল হক টিটু পরে তিনি ময়মনসিংহ পৌরসভা মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স এন্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট এর আওতায় হামিদ উদ্দিন রোড পুনর্বাসন কাজের শুভ উদ্বোধন করেন সে সময় উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় কাউন্সিলর জনাব মোঃ সাঈদ হোসেন, জনাব আতিয়া মনসুর ও ১নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান বাবু এবং এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। (২৯/০৩/২০১৫)

নিরাপদ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে ১৫-১৭ ফেব্রুয়ারি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল 'ওয়েস্টসেফ ২০১৫' শীর্ষক আর্ন্তজাতিক সম্মেলন ।

বিশ্ব পানি দিবস উপলক্ষে ঢাকা ওয়াসার আয়োজনে দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় বক্তারা পানির যথার্থ ব্যবহারের জন্য সবাইকে সতর্ক হবার আহ্বান জানান। রাজধানীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষার্থীরা এই প্রশিক্ষণে অংশ নেন। ঢাকা ওয়াসা এবং 'রেইনফোরাম'-এর যৌথ আয়োজনে এবং ওয়াটার এইড-এর সহায়তায় মূলত নাগরিক জীবনে পানির যথার্থ ব্যবহার এবং পানি সংরক্ষণ বিষয়ে প্রযুক্তিগত জ্ঞান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকা ওয়াসা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে দিনব্যাপী এ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী তাকসিম এ খান প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সার্টিফিকেট বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে রেইনফোরাম-এর সভাপতি সৈয়দ আজিজুল হক, সাধারণ সম্পাদক স্থপতি আশরাফুল আলম এবং মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজির (এমআইএসটি) সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক তৌহিদুর রহমান বক্তব্য রাখেন।

ধানমন্ডি সাত মসজিদ রোডকে পথচারী বান্ধব করার ঘোষণা

জ্বালানি নির্ভর তা.ত্রাস, যাতায়াত খরচ কমানো, দূষণ নিয়ন্ত্রণে এবং সুস্থতার জন্য হাঁটার গুরুত্ব অপরিসীম। ঢাকা শহরে গলি রাস্তা, ফুটপাত এবং রাস্তা পারাপারে পথচারীদের নানা প্রতিবন্ধকতার সম্মূখীন হতে হয়। যে কারণে পথচারীরাই বেশির ভাগ সড়ক দূর্ঘটনার শিকার হয়ে থাকে। তাই পথচারী বান্ধব পরিবেশ তৈরিতে উদাহরণ সৃষ্টির লক্ষ্যে ধানমন্ডি সাত মসজিদ সড়ককে আদর্শ হিসেবে উন্নয়ন করা হবে। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন (পবা) এবং ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট কর্তৃক সম্মিলিতভাবে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সেমিনার কক্ষে (নিচ তলা) **"নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দে হেঁটে যাতায়াতঃ আমাদের করণীয়"** শীর্ষক মতবিনিময় সভায় সভাপতির বক্তব্যে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এ ঘোষণা দেন। এ জন্য আয়োজক সংগঠনগুলির নিকট থেকে একটি পরিকল্পনা প্রদানের আহ্বান জানানো হয়। উক্ত মত বিনিময় সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন, প্রধান প্রকৌশলী মো. হাবিবুর রহমান, প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মাহাবুবুর রহমান এবং প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ মো. সিরাজুল ইসলামসহ আরো অনেকে।

বাংলাদেশ আরবান ফোরাম এর ফেসবুক পেইজ দিন এবং নগরায়ণ সম্পর্কিত আপনার মূল্যবান মতামত প্রদান করুন
www.facebook.com/BangladeshUrbanForum

ফেসবুক কর্নার

এ বছর বাংলাদেশের দুটি উদ্যোগ "জাতীয় তথ্য বাতায়ন" এবং "শিক্ষক বাতায়ন" তথ্য প্রযুক্তিখাতে বিশ্বের সবচেয়ে সম্মানজনক WSIS Award এর জন্য মনোনীত হয়েছে। আপনার একটি ভোট পারে বাংলাদেশকে চূড়ান্ত বিজয়ী করতে। ভোট দেয়ার জন্য আপনার একটাই-মেইল এ্যাকাউন্টই যথেষ্ট। আপনাদের ভোটেই গত বছর বাংলাদেশ WSIS Award পেয়েছিল। ভোট করার নিয়মাবলি-http://goo.gl/1M5VSs অথবা http://goo.gl/gXQLLq, ভোট দেয়ার লিংক-http://goo.gl/Y68tGs

ইউনাইটেড নেশনস এনভায়রনমেন্টাল প্রোগ্রাম (ইউনেপ) আয়োজিত ২৪ তম আন্তর্জাতিক বিশ্ব শিশু চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। অংশগ্রহণের শেষ সময়: ৩১ মে, ২০১৫। বিস্তারিত দেখতে ভিজিট করুন:http://bit.ly/1DrrDYL

বিডিনগ সম্মেলন উপলক্ষে গবেষণা পত্র আহ্বান

এ বছরের ১৮ মে থেকে বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক অপারেটরস গ্রুপের (বিডিনগ) আয়োজনে ঢাকায় শুরু হতে যাচ্ছে ছয় দিনের 'বিডিনগ-৩' নামের সম্মেলন। এ উপলক্ষে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কমিউনিটি থেকে গবেষণাপত্র আহ্বান করেছে আয়োজকেরা। আয়োজকেরা জানিয়েছেন, গবেষণা পত্রের ক্ষেত্রে স্থানীয় গবেষক ও স্পিকারদের প্রাধান্য দেওয়া হবে। (http://www. bdnog. org/v2/bdnog-confernece/bdnog3/) লিংক থেকে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানা যাবে।

১.২ বিলিয়ন মানুষ চরম দরিদ্র। এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে কেয়ার পরিচালিত # BelowtheLine চ্যালেঞ্জ-এ অংশ নিন। বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন: http://shout.lt/YWvn

নগর দরিদ্রদের অবস্থার পরিবর্তন কিভাবে ঘটানো যায় ? নগর দরিদ্রদের বাসস্থানের উন্নয়ণ নিয়ে সিটিনেট ব্লগে দেখুন বিস্তারিত : http://bit.ly/1CoJaiv

বাংলাদেশ আরবান ফোরাম সচিবালয় থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক নিউজলেটার ■ সংখ্যা ২ ■ বর্ষ ৪, এপ্রিল ২০১৫ ■ বৈশাখ ১৪২২

বাংলাদেশ আরবান ফোরাম
Bangladesh Urban Forum
Making Cities & Towns Work for All

বাংলাদেশ আরবান ফোরাম সচিবালয়
১০ম তলা, এলজিইডি নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, ঢাকা অঞ্চল, ৬২ পশ্চিম, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭ থেকে সম্পাদিত ও প্রকাশিত

www.bufbd.org
facebook.com/ BangladeshUrbanForum
E-mail : bufsecretariat@bufbd.org
নিউজলেটারে প্রকাশের জন্য আপনার লেখা/মতামত পাঠান

Empowered lives. Resilient nations.
ইউএনডিপি বাংলাদেশ এর সহায়তায় মুদ্রিত